ভিন্ন অবয়বে বীজ ও সেচ ব্যবস্থাপনা

পাইলট উদ্যোগ:
বিএডিসি'র বীজ ডিলার নীতিমালা সংশোধনের নিমিত্ত অ্যাকশন প্ল্যান

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre

Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত নতুন বাংলাদেশে সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনে লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। নাগরিকদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন যুগধর্মী প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

মো: মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) (যুগ্মসচিব) , বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ
- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ
- প্র্যাক্টিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা
- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট:

১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর ৩৭ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এ রুপান্তরিত হয়। বিএডিসি'র অন্যতম উদ্দেশ্য কৃষকদের সময়মত বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা। সেই লক্ষ্যে বীজ বিতরণে বীজ ডিলারদের সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯৬২ সালে মাত্র ১৩.৮ মে.টন বীজ বিপণনের মাধ্যমে বীজ বিতরণ বিভাগের কার্যক্রম শুর হয়। উন্নতমানের দানাশস্য বীজ যেমন: ধান, গম, ভূট্টা, বীজআলু, ডাল ও তৈল বীজ, সবজি বীজ, মসলাবীজ, পাটবীজসহ বিএডিসি'র মাধ্যমে উৎপাদিত সকল ফসলের বীজ বিএডিসি'র মাধ্যমে বিপণন অর্থাৎ সরবরাহ/ বিক্রি করা হয়ে থাকে।

বর্তমান চিত্র:

বর্তমানে ২০২৪-২৫ বর্ষে প্রায় ১,৫৮,১৬৬.৭৪৩ মে.টন বীজ বিতরণ করা হয়। বিএডিসি'র বীজের গুণগত মান উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও বীজ অবিক্রিত থেকে যায়। বীজ ডিলারগণকে বরাদ্দকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসল বীজ সকল অঞ্চলের জন্য প্রতিবছর কমপক্ষে ৩,৫০,০০০ টাকা তবে নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং পার্বত্য অঞ্চলে ১,৫০,০০০ টাকার বীজ উত্তোলন করার কথা বলা হয়েছে। এটাকে অনেকে সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় বীজ উত্তোলন করে না। বীজ সরবরাহ বেশি কিন্তু উত্তোলন কম হওয়ার কারণে বীজ অবিক্রিত থাকার সুযোগ তৈরি হয়। উল্লেখ্য, বছরে কম/বেশি ৮০০ কোটি টাকার বীজ বিক্রি হয়।

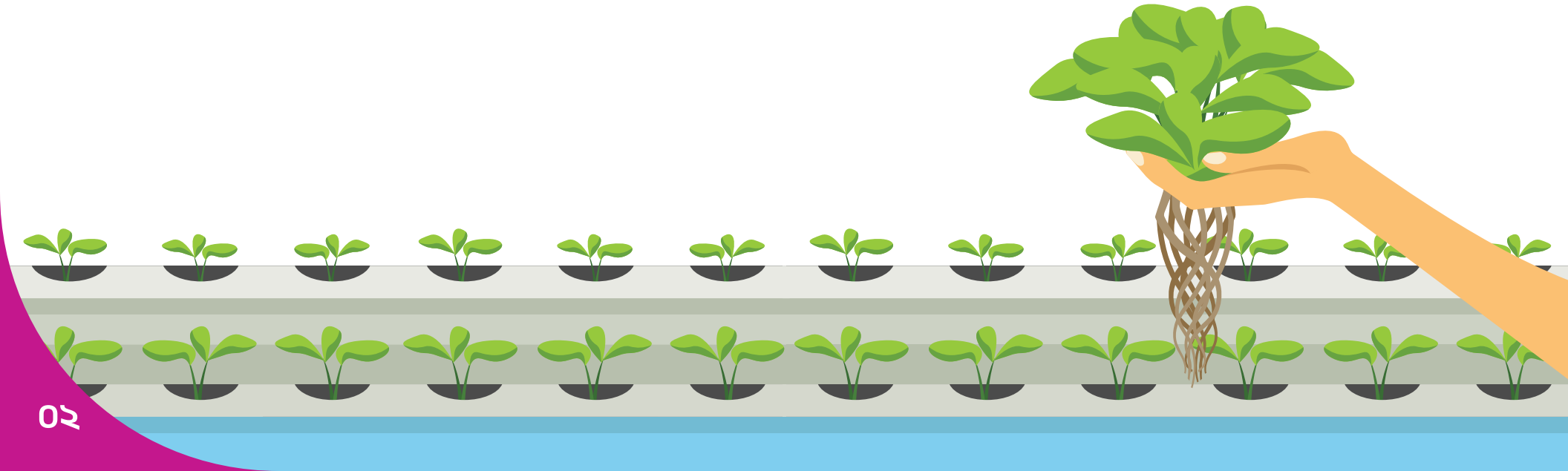

SWOT Analysis :

Strengths (শক্তি):

স্থানীয় পর্যায়ে উপস্থিতি: গ্রামীণ ও স্থানীয় পর্যায়ে বীজ ডিলার রয়েছে।

বিশ্বস্ততা গড়ে ওঠে: নির্ভরযোগ্য ডিলারদের প্রতি কৃষকের আস্থা তৈরি হয়।

দ্রুত সরবরাহ: কৃষকের দরজায় পৌঁছানোর সক্ষমতা রাখে।

সরাসরি কৃষকের সঙ্গে যোগাযোগ: কৃষকের প্রয়োজন ও মতামত সহজে বুঝতে পারে।

মৌসুমভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী মজুদ: চাহিদানুযায়ী বীজ সরবরাহ করা সম্ভব।

সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিলার আছে।

Weaknesses (দুর্বলতা):

ভেজাল বা নিম্নমানের বীজ সরবরাহের ঝুঁকি: কিছু ডিলার লাভের আশায় বিএডিসি'র বাইরে মানহীন বীজ বিক্রি করে।

তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারে দুর্বলতা: অনেক ডিলার ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্ত নয়।

প্রশিক্ষণের অভাব: বীজ সংরক্ষণ ও কৃষি বিষয়ক জ্ঞানে ঘাটতি রয়েছে।

দামের স্বচ্ছতা নেই: কৃষকের কাছে অতিরিক্ত দামে বীজ বিক্রির অভিযোগ লক্ষ্য করা যায়।

সরকারি তদারকি বৃদ্ধি: অনেক সময় নিয়মিত পর্যবেক্ষণ বা নজরদারি বাড়াতে হবে।

Opportunities (সুযোগ):

ডিজিটাল বিপণন চালুর সুযোগ: অনলাইন অর্ডার, QR কোড স্ক্যান, ডিজিটাল রশিদ।

উন্নত জাত ও নতুন প্রযুক্তির বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম: ডিলারের মাধ্যমেই নতুন জাত দ্রুত ছড়ানো সম্ভব।

প্রশিক্ষণ ও সরকারি সহায়তা লাভের সুযোগ: ডিলাররা বিএডিসি অফিসের সঙ্গে কাজ করে প্রশিক্ষণ পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

অঞ্চল/স্থানীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সমানুপাতিকভাবে বীজ ডিলারদের মাঝে বন্টিত হলে সরকার ও কৃষক লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

Threats (ঝুঁকি):

ভেজাল বীজের বাজারে প্রবেশ: অসাধু কোম্পানির মাধ্যমে বীজ বাজার নষ্ট হতে পারে।

নকল পণ্যের কারণে সুনাম নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বন্যায় সময়মতো সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি।

মূল্যবৃদ্ধি ও বাজারে অস্থিতিশীলতা কৃষক ও ডিলার উভয়ের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম

১.১ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

প্রেক্ষাপট:

বিএডিসি কর্তৃক কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং সেবার মান বজায় রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। বীজ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন, কার্যকর ও সঠিক সেবা প্রদানে বীজ বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আধুনিক বীজ ব্যবস্থাপনা কৌশলের উপর করণীয় সম্পর্কে আরো অধিকতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের উপযোগী দক্ষতা প্রতিষ্ঠা, প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যেন তারা বাস্তব কাজে দক্ষতা অর্জন করেন। আধুনিক কৌশল ও সেবার মানোন্নয়ন হয়। দক্ষতা বৃদ্ধি, পেশাদারিত্ব উন্নয়ন, কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে সঠিক ব্যক্তিকে যথাস্থানে পদায়নের (right man in right place) ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সংস্কারের ফলাফল:

অফিস ব্যবস্থাপনা, নিয়মনীতির সঠিক জ্ঞান ও আচরণগত প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনবল তৈরি করা। প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ফলে কর্মদক্ষতা, দায়িত্ববোধ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে কর্মক্ষেত্রে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও পরিষেবার মান বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

অর্থ বিভাগ, বিএডিসি।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫ থেকে ধারাবাহিক

১.২ Online payment পাইলটিং প্রোগ্রাম চালু (উপজেলা পর্যায়ে)

প্রেক্ষাপট:

নতুন কোনো কর্ম বা পদ্ধতি ছোট পরিসরে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন, বড় পরিসরে কার্যকর হওয়ার আগে। প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সমস্যাগুলো আগেই চিহ্নিত করে সমাধান খোঁজা হয়। মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়া ও বাস্তব ফলাফল দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে অনেক কার্যকর হবে। পাইলটিং থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎ নীতি, বাজেট ও পরিকল্পনা তৈরিতে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

পেমেন্ট ফ্লোচার্টের পাইলটিং কতটা সফল হবে তা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা পাওয়া যাবে। প্রযুক্তিগত, আর্থিক বা মানবসম্পদ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়। মূল প্রকল্প শুরুর আগে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও উন্নয়ন করা যায়। কর্ম চালু করা, পরিবর্তন করা বা বাতিল করার বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব। মূলকথা সীমিত পরিসরে নতুন ব্যবস্থার যাচাই।

সংস্কারের ফলাফল:

পেমেন্ট ফ্লোচার্টের পাইলটিং সফল হলে ব্যবহারকারীরা নতুন প্রযুক্তি/ বিষয়ের প্রতি আস্থা পাবে এবং এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। নতুন কোন কিছুর বাস্তবায়নযোগ্যতা ও সঠিকতা নিরুপিত হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

অক্টোবর ২০২৫ হতে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হবে।

সহযোগিতায়:

বীজ বিতরণ বিভাগ ও ICT বিভাগ, বিএডিসি।

মূল দায়িত্ব: বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫ থেকে ০১ বছর

১.৩ Stakeholder Engagement ও ফিডব্যাক

প্রেক্ষাপট:

বীজ সরবরাহ ব্যবস্থায় বিএডিসি, ব্রি, ডিএই, বীজ ডিলার, কৃষক ইত্যাদি একাধিক স্টেকহোল্ডার জড়িত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে সমন্বয়হীনভাবে কাজ করায় কার্যপ্রণালিতে ঘাটতি ও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। স্টেকহোল্ডার এনগেজমেন্ট এর মাধ্যমে কর্মকর্তা, ডিলার ও কৃষকদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূর ও যোগাযোগ উন্নততর করা সম্ভব হয়। মাঠ পর্যায় থেকে কৃষক ও ডিলারদের মতামত-প্রতিক্রিয়া (feedback) সংগৃহীত করা যায়। ডিজিটাল পদ্ধতির উপযোগিতা যাচাই, ডিজিটাল ডিমান্ড□ভিত্তিক সিস্টেমের কার্যকারিতা ও ব্যবহারযোগ্যতা পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কৃষক ও ডিলাররা সরাসরি অংশগ্রহণমূলক ফিডব্যাক দেয়ায় বীজের ধরণ, সময় ও পরিমাণ বিষয়ে সঠিক পূর্বাভাস তৈরি করা সম্ভব হবে। এটা চালু হলে স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ ও ফিডব্যাকের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্যতা যাচাই সম্পন্ন করা যাবে। ফিডব্যাক ও কর্মশালায় উঠে আসা পরামর্শ পরবর্তী নীতি নির্ধারণ ও বাজেট পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা

সংস্কারের ফলাফল:

প্রয়োজনভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। মাঠপর্যায়ের ডিলার ও কৃষকদের মতামত গুরুত্ব দেওয়ায় বিএডিসি'র প্রতি তাদের আস্থা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: প্রতি ছয় মাসে ০১ বার

২. প্রসেস রিফর্ম

২.১ QR Code যুক্ত বীজ প্যাকেট চালু

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মানসম্মত ও বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে নকল বা নিম্নমানের বীজ বাজারে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমান বাজারে প্রচলিত বীজের প্যাকেটে বীজের উৎস ও মান যাচাই করার সুযোগ অনেকাংশে কম এবং কিছু ক্ষেত্রে সুযোগই নাই। বর্তমানে QR Code প্রক্রিয়াটি আংশিকভাবে বিএডিসি তে শুরু হয়েছে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

QR কোডের মাধ্যমে কৃষক সহজেই বীজের উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদ এবং গুণগত মানের তথ্য যাচাই করতে পারবেন। ফলে নকল ও নিম্নমানের বীজ/ ভেজাল বীজ প্রতিরোধ ও traceability নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সকল বীজ বিপণনে এটা ব্যবহার করা দরকার।

সংস্কারের ফলাফল:

সঠিক তথ্য জেনে কৃষক নিশ্চিত হতে পারবেন যে তারা মানসম্মত ও আসল বীজ ক্রয় করছেন। ফলে কৃষকের আস্থা বৃদ্ধি ও বাজারে স্বচ্ছতা আসবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

অক্টোবর ২০২৫ হতে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হবে।

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

বিএডিসি'র মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ও Seed Certification Agency কর্তৃপক্ষ। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: আইসিটি বিভাগ ও বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

২.২ Online Payment চালু (ERP ভিত্তিক)

প্রেক্ষাপট:

বীজ বিতরণ ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদ অর্থ লেনদেনের প্রধান অন্তরায় সময়সাপেক্ষ, অনিরাপদ এবং অনিয়ম/ দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হতে পারে। অনলাইন পেমেন্টে সব লেনদেন রেকর্ডভিত্তিক হওয়ার ফলে জবাবদিহিতা বাড়ানো যাবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কৃষক ও ডিলারদের ব্যাংকে গিয়ে বা নগদ লেনদেন করতে হবে না; ঘরে বসেই মোবাইল ব্যাংকিং বা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ সম্ভব হবে। Integrated Digital Service Platform এর মাধ্যমে বীজের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বিএডিসি সহজে বীজ বিক্রয়, রাজস্ব ও হিসাব ব্যবস্থাপনা করতে পারবে। লেনদেন স্বচ্ছ ও দ্রুততর হবে।

সংস্কারের ফলাফল:

সঠিক অর্থ প্রদান ও বীজ সরবরাহের স্বচ্ছতা বজায় থাকায় কৃষকরা বিএডিসির প্রতি আরও আস্থা অর্জন করবে। ঝামেলাবিহীন বীজ বিক্রয় ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

অক্টোবর ২০২৫ হতে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হবে।

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: আইসিটি বিভাগ ও বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫ হতে মে ২০২৬

২.৩ নিষ্ক্রিয় ডিলার বাতিল ও নতুন নিয়োগ

প্রেক্ষাপট:

ডিলাররা কোন ধরণের ভেজাল বীজ বা কালোবাজারি বিক্রয়ে জড়িত থাকতে পারবেন না। অকার্যকর ডিলারদের সিন্ডিকেটের কারণে অনেক সময় সাধারণ ডিলারদের গুদাম থেকে বীজ উত্তোলন ও বিপণনে বাঁধার সৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয়। বীজের দোকানে অনুমোদিত সংস্থা ছাড়া অন্য কোনও বীজ রাখার বা বিক্রি করার অধিকার নেই। নীতিভঙ্গ ও আইন লঙ্ঘন করে ভেজাল বীজ বিক্রি, অনুমোদনবিহীন মজুদ, সরবরাহ অপ্রতুলতা এসব কারণে নিয়োগ বাতিল করা।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কালো বাজার/ভেজাল বীজ বা বেআইনি ব্যবসায় যুক্ত ডিলারদের লাইসেন্স বাতিল করে বীজ বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ফেরানো এবং সিস্টেমে দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সংস্কারের ফলাফল:

প্রকৃত ব্যবসায়ী ও বাস্তব প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের সুযোগ দেওয়া। সুস্থ ও উপযুক্ত ডিলারিং ব্যবস্থা কৃষকের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে। ফলে বাজারে বীজ সরবরাহের গতি ও কভারেজ বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: প্রতি বছরের জুলাই মাস

২.৪ অনলাইনে বীজ উত্তোলন ও বিতরণে Dash-board প্রবর্তন

প্রেক্ষাপট:

বিএডিসি দেশের কৃষকদের কাছে মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্বে বীজ উত্তোলন ও বিতরণের পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল কাগজভিত্তিক, সময়সাপেক্ষ। কৃষি খাতকে আধুনিকায়ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিএডিসি অনলাইনে বীজ উত্তোলন ও বিতরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। অনলাইনে Dash-board ব্যবস্থার যথাযথ প্রবর্তন করলে সিস্টেমে প্রতিটি উত্তোলন ও বিতরণের রেকর্ড ডিজিটালি সংরক্ষিত হবে, যা বীজ উত্তোলন ও বিতরণের স্বচ্ছতা বাড়াবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

সুশৃঙ্খল ও সঠিক বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতের জন্য অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে ডিলার কর্তৃক বীজ উত্তোলন ব্যবস্থা, গুদামের স্টক মনিটরিং এবং বীজ সরবরাহ পরিকল্পনা আরও অধিক কার্যকর করা যাবে।

সংস্কারের ফলাফল:

ডিজিটাল পদ্ধতির কারণে ডিলার ও কৃষক উভয়েই দ্রুত ও স্বচ্ছ সেবা পাবে, যা বিএডিসি'র প্রতি আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

সহযোগিতায়:

ICT বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫ হতে ০৬ মাস

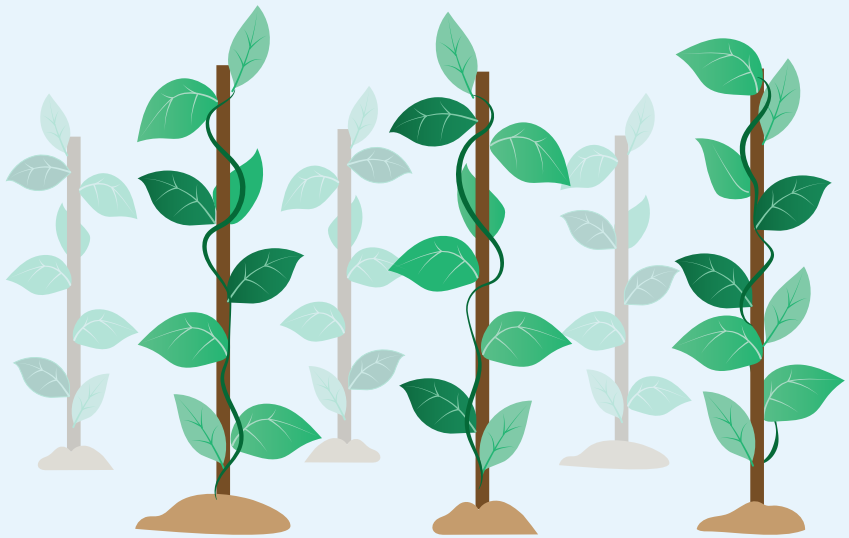

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

৩.১ কাঠামোগত সরলীকরণ ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

প্রেক্ষাপট:

জটিল কাঠামো সেবায় ধীরতা আনে। জটিল কাঠামোর কারণে বীজ উৎপাদন, বিতরণ ও সেবাপ্রদানে বিলম্ব, খরচ বৃদ্ধি এবং কৃষকদের ভোগান্তিতে পড়তে দেখা যায়। ডিজিটাইজেশন ও প্রশাসনিক সংস্কারের যুগে দ্রুত সেবা, কম খরচ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কাঠামোগত সরলীকরণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

দ্রুততর ও দায়বদ্ধ কার্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা। সরল কাঠামো দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দায়িত্ব স্পষ্টীকরণে সহায়ক। অপ্রয়োজনীয় স্তর কমায়ে প্রশাসনিক খরচ কমানো যায়। এতে যোগাযোগ সহজ হয় এবং কাজের পুনরাবৃত্তি বা দ্বন্দ্ব কমে যায়। মধ্যবর্তী স্তর কম থাকায় মাঠপর্যায়ে দ্রুত সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়। বিদ্যমান কাঠামো কাজে লাগিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে অধিক ফলাফল অর্জন করা।

সংস্কারের ফলাফল:

কর্মক্ষম প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠবে। কাজের পুনরাবৃত্তি ও অপচয় কমে যাবে। দায়িত্বপ্রাপ্তদের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন সহজ হবে। সেবা গ্রহণকারীর সন্তুষ্টি ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ০১ বছর

৩.২ আইটি দক্ষ জনবল নিয়োগ

প্রেক্ষাপট:

সরকারি ও বেসরকারি সব খাতেই ডিজিটাইজেশন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অনলাইন বীজ বিতরণ, ই-পেমেন্ট, ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট ও ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম সম্পূর্ণভাবে চালু করতে যাচ্ছে। এইসব আধুনিক সেবা কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত আইটি দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

ই-ফাইলিং, ই-পেমেন্ট, বীজ ট্র্যাকিং সিস্টেম ইত্যাদি পরিচালনা করা। সরকারি তথ্য ও কৃষি সংক্রান্ত ড্যাটা হ্যাকিং বা অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা সহজ হবে এবং নতুন সফটওয়্যার, অ্যাপস ও ডিজিটাল টুল প্রযুক্তি কার্যকর করা সম্ভব হবে।

সংস্কারের ফলাফল:

দ্রুত ও নির্ভুল সেবা প্রদানে কৃষকরা সহজে অনলাইন সেবা, পেমেন্ট ও বীজ অর্ডার করতে পারবেন। সিস্টেম ডাউনটাইম কমে আইটি টিম দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে পারবে। কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়বে। ডিজিটাল রেকর্ড থাকার কারণে দুর্নীতি ও অনিয়ম কমে যাবে। প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষ প্রশাসন গড়ে উঠবে এবং প্রতিষ্ঠান দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে।

সহযোগিতায়:

সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: সংস্থাপন বিভাগ, বিএডিসি

৪. পলিসি রিফর্ম

৪.১ বিএডিসি আইন ২০১৮ এর অধীন বিধি প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কে দেশের কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, সেচ সুবিধা) উৎপাদন, গুদামজাতকরণ ও সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৮ সালের আইনে কাঠামো ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই আইনে বিএডিসি'র সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা জমি দখল করলেই সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। ২০১৮ সালের আইনে বিএডিসিকে গবেষণার ম্যান্ডেট দেওয়া হয়, যা এর আগে ছিল না। ফলে বিএডিসি পরবর্তীতে গবেষণাসহ সেবার আধুনিকীকরণ শুরু করে। বীজ সরবরাহে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও সেচ কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতি ও প্রযুক্তি যেমন: smart card, GIS, remote sensing ইত্যাদি ব্যবহার অনুশীলিত হচ্ছে যেখানে ২০১৮ এর আইন ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। বিএডিসি'তে নতুন ডিজিটাল পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বিএডিসি কে প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে আরও কার্যকর ও দায়িত্বশীল করে তোলার জন্য বিএডিসি আইন ২০১৮ এর অধীন যুগোপযোগী বিধি প্রণয়ন করা যুগোপযোগী হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বিএডিসি আইন ২০১৮ মূল আইন হিসেবে একটি কাঠামো ও নীতিগত নির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইনের সাধারণ ধারাগুলোকে বিস্তারিত করা, প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্পষ্টতা আনা, আইন কার্যকর করার আইনি ভিত্তি তৈরি, যুগোপযোগী পরিবর্তন করার সুবিধা, আইনগত স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য বিধি (Rules) প্রণয়ন করা আবশ্যক।

সংস্কারের ফলাফল:

বিধি কার্যকর হলে বিএডিসি'র কর্মকাণ্ড আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, কৃষকবান্ধব ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে। এতে কৃষি উৎপাদন, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি উপকরণ সরবরাহ ব্যবস্থায় দ্রুততা ও কার্যকারিতা বাড়বে।

সহযোগিতায়:

আইন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: আইসিটি বিভাগ ও বীজ বিতরণ বিভাগ, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: অক্টোবর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

৪.২ বিএডিসি'র বীজ ডিলার নীতিমালা সংশোধন

প্রেক্ষাপট:

প্রতি অর্থ বছরের জন্য সাধারণত জুলাই মাসে 'বীজ ডিলার নিয়োগ' সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। জুলাই-জুন ভিত্তিতে ০১ বছরের জন্য ডিলার নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং প্রত্যেক জুলাই/ আগস্টে ডিলারশিপ নবায়ন বাধ্যতামূলক। বীজ ডিলারের শর্তানুযায়ী দোকানে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বীজ মজুদ/ বিক্রি করা যাবে না। বীজ ডিলারগণকে বরাদ্দকৃত নিয়ন্ত্রিত ফসল বীজ প্রতিবছর কমপক্ষে ৩,৫০,০০০ টাকা তবে নোয়াখালী, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং পার্বত্য অঞ্চলে ১,৫০,০০০ টাকার বীজ উত্তোলন করতে হবে। বর্তমানে অনলাইনে বীজ ডিলারের আবেদন ও সরবারহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

বিএডিসি'র বীজ ডিলার নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন/ সংশোধন করে

ডিলারদের দ্বারা বীজ উত্তোলনের পরিমাণ ন্যূনতম ৩,৫০,০০০ টাকা এবং ১,৫০,০০০ টাকার পরিবর্তে স্থানীয় অঞ্চলের চাহিদার ভিত্তিতে সমানুপাতিকভাবে বীজ উত্তোলন করা। অন্যথায়, তার লাইসেন্স বাতিল বলে গন্য করা।

সংস্কারের ফলাফল:

সমানুপাতিকভাবে বীজ উত্তোলন না করলে লাইসেন্স বাতিল বলে গন্য হবে। এর ফলে ডিলার কর্তৃক সময়মতো বীজ উত্তোলিত হবে, কৃষকের বীজের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে এবং বিএডিসি'র বীজ অবিক্রিত থাকা কমে যাবে। প্রত্যেক বছরে নির্ধারিত দরে সকল বীজ বিক্রয় হলে সংস্থার কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার অধিক আর্থিকভাবে সাশ্রয় হতে পারবে।

সহযোগিতায়:

কৃষি মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: বীজ বিতরণ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে পরবর্তী ০১ বছর

৪.৩ বীজ বিতরণ নীতিমালা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো মানসম্মত ও উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার। কৃষকদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ও সময়মতো মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ বিতরণ ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়। বীজ বিপণন ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও কার্যকর করার জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাব রয়েছে। বীজ বিতরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বীজ বিতরণ ও বিপণনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়ে যাবে। সরকার ঘোষিত কৃষি নীতি ও খাদ্য নিরাপত্তা লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিএডিসি'র ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

কৃষকের দোরগোড়ায় মানসম্পন্ন বীজ পৌঁছে দেওয়া এবং বাজার ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করার জন্য সময়োপযোগী ও কৃষকবান্ধব বীজ বিতরণ ব্যবস্থা তৈরি করা। বীজ বিতরণ নীতিমালা যুগোপযোগী করা হলে বীজ বিক্রি ও কৃষক পর্যায়ে বিতরণ আরো সুসংহত হবে।

সংস্কারের ফলাফল:

সুশৃঙ্খল, প্রয়োজনভিত্তিক ও তদারকযোগ্য বিতরণ কাঠামো তৈরি।

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি

বাস্তবায়ন সময়কাল: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

৪.৪ প্রকল্প উত্তর সেচযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণে কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র (water pump) সরবরাহ করে; তবে প্রকল্প শেষে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নির্ধারণ না থাকায় অধিকাংশ যন্ত্র পরিত্যক্ত বা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

সংস্কারের উদ্দেশ্য:

যন্ত্রের টেকসই ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

সংস্কারের ফলাফল:

সেচযন্ত্রের স্থায়িত্ব ও সঠিক ব্যবহার বাড়বে; কৃষকের উৎপাদন সক্ষমতা উন্নত হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে নীলফামারী জেলার সোনারায় উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হবে।

মূল দায়িত্ব:

সেচ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং:

কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি। (অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা, ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সময়ে সময়ে প্রতিবেদন)।

মূল দায়িত্ব: সেচ বিভাগ ও পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬

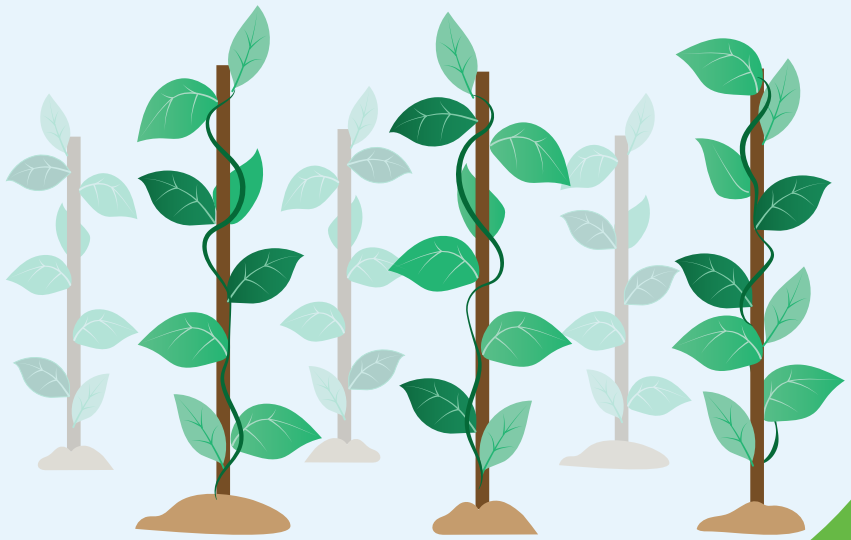

পাইলট উদ্যোগ

বিএডিসি'র বীজ ডিলার নীতিমালা সংশোধনের নিমিত্ত অ্যাকশন প্ল্যান

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য :

ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।
সব ডিলারকে কার্যকর ও দায়িত্বশীল করা।
যোগ্য ও দক্ষ ডিলার নির্বাচন নিশ্চিত করা।
সময়মতো বীজ উত্তোলন ও বিতরণ নিশ্চিত করা।
দুর্নীতি ও অনিয়ম কমানো।
সকল উপজেলায় বীজের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।
বীজের গুণগত মান ও কৃষকের আস্থা বৃদ্ধি করা।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ:

অনলাইন আবেদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা।
লাইসেন্স ও আবেদন ফি।
বীজ মূল্য হ্রাসে ক্ষতিপূরণ নেই।
বাধ্যতামূলক বীজ উত্তোলন না থাকা।
অধিক দালিলিক ও প্রশাসনিক চাপ।
বিক্রয় চাহিদা সময়মতো না জানা।
স্থানীয় চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকা ভিত্তিক সমানুপাতিকভাবে বীজ বন্টন না হওয়া।

অ্যাকশন প্ল্যান:

স্বল্পমেয়াদি (০-৩ মাস):

ডিলারদের প্রশিক্ষণ ও নতুন চুক্তি ফরম প্রণয়ন।
সহকর্মীদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ/ ওয়ার্কশপ/ কোক্রিয়েশন।
প্রতিটি জেলার জন্য চাহিদা নিরূপণ সার্ভে বাস্তবায়ন করা ও কোটা বরাদ্দ।
মাঠ পর্যায়ের দপ্তর হতে এলাকা ভিত্তিক বীজের চাহিদা সংগ্রহ।
চাহিদা বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ কমিটি গঠন।

মধ্যমেয়াদি (৪-৬মাস):

চাহিদাভিত্তিক সমানুপাতিকভাবে বীজ বন্টনের বিষয়ে ডিলার নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন বাস্তবায়ন।
পর্যবেক্ষণ দল গঠন ও মৌসুমভিত্তিক সরেজমিন রিপোর্ট।
কৃষকদের জন্য সচেতনতা কার্যক্রম (বীজের গুণমান, সঠিক সময় ইত্যাদি)।
বিএডিসি কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
ডিলার প্রশিক্ষণ বাড়ানো।
মাঠ পর্যায়ের দপ্তর হতে প্রতিপালন প্রতিবেদন প্রনিত করা।

দীর্ঘমেয়াদি (১ বছর):

এলাকার চাহিদা ভিত্তিক সমানুপাতিকভাবে বীজ ডিলারদের মাঝে বীজ বিতরণ।
ডিলারদের পারফরম্যান্স অনুযায়ী র‍্যাংকিং করা।
দায়িত্বহীন ডিলারের লাইসেন্স বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
নতুন প্রযুক্তি (হাইব্রিড/ বায়োটেক বীজ) বিতরণে ডিলারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
বিএডিসি কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, ডাটা বিশ্লেষণ।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি:

মনিটরিং:

লগবই, ডিলারদের বীজ বিতরণ রেজিস্টার পরিবীক্ষণ, কৃষকদের মতামত গ্রহণ।

কোয়ালিটি চেক:

অংশীজনের সভা আয়োজন।

অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন:

Participatory evaluation ও কমিউনিটি মনিটরিং করা। এছাড়াও সিভিল সোসাইটির মতামত গ্রহণ।

কারিগরি ও গল্প ভিত্তিক মূল্যায়ন:

এই টেকনিক ব্যবহার করে qualitative insight যাচাই করা।

ফলাফল সূচক:

Input, Output, Outcome, Impact নির্ধারণ & data সংগ্রহ করা।

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন:

বছরের শুরুতে baseline plan, মাঝখানে mid term review, শেষে impact evaluation এবং অঞ্চলভিত্তিক stakeholder meetings করে findings উপস্থাপন ও corrective action নির্ধারণ করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল:

ডিলারদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।
৯০% ডিলার বীজ সময়মতো উত্তোলন করবে।
কৃষকদের কাছে সময়মতো বীজ পৌঁছাবে।
বীজের অপচয় ও ন্যায্যতাহীনতা কমে আসবে।
কৃষি উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধি পাবে।
প্রতি বছর প্রায় ১০০ কোটি টাকা আর্থিক লাভ।

Resource Mobilization:

পর্যাপ্ত সরকারি বাজেট বরাদ্দ।
উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দ।
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ডোনার ফান্ডিং প্রাপ্যতা যেমন: FAO, IFAD, World Bank, ADB ইত্যাদি।
বেসরকারি বীজ কোম্পানি ও ইনপুট সরবরাহকারীর সাথে যৌথ বিনিয়োগ।
লাইসেন্স ফি, রিনিউয়াল ফি ও প্রশিক্ষণ ফি থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সুযোগের সুযোগ।
বীজ প্রযুক্তি, বাজার ব্যবস্থাপনা ও নীতি বাস্তবায়নে দক্ষ জনবল নিয়োগ।
প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, ফিল্ড ভিজিট, টেকনিক্যাল আপগ্রেডের মাধ্যমে বিদ্যমান কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন।
ডিলার রেজিস্ট্রেশন, বীজ মজুদ, বিক্রয় ও সরবরাহে ডিজিটাল ডাটাবেস ও ট্র্যাকিং সিস্টেম প্রবর্তন।

Sustainability Strategy:

ডিলার সিলেকশনে দীর্ঘমেয়াদি বাজার চাহিদা বিবেচনা যাতে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ডিলার নিয়োগ না হয়।
ডিলারদের ব্যবসায় টিকে থাকতে ন্যায্য কমিশন ও লাভের হার নিশ্চিত করা।
অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও খরচ কমানোর জন্য ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থা।
ডিলারদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি।
মহিলা ও তরুণ উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তি।
জেনেটিক বৈচিত্র্য বজায় রাখা।
ডিলারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে অনলাইন ডিলার ডাটাবেস ও ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু।
নিয়মিত পারফরম্যান্স মূল্যায়ন।
কৃষক ও ডিলারের সমস্যার দ্রুত সমাধান।
বীজের উৎস, মান ও সরবরাহ যাচাই করার জন্য ব্লকচেইন ট্রেসেবিলিটি।

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

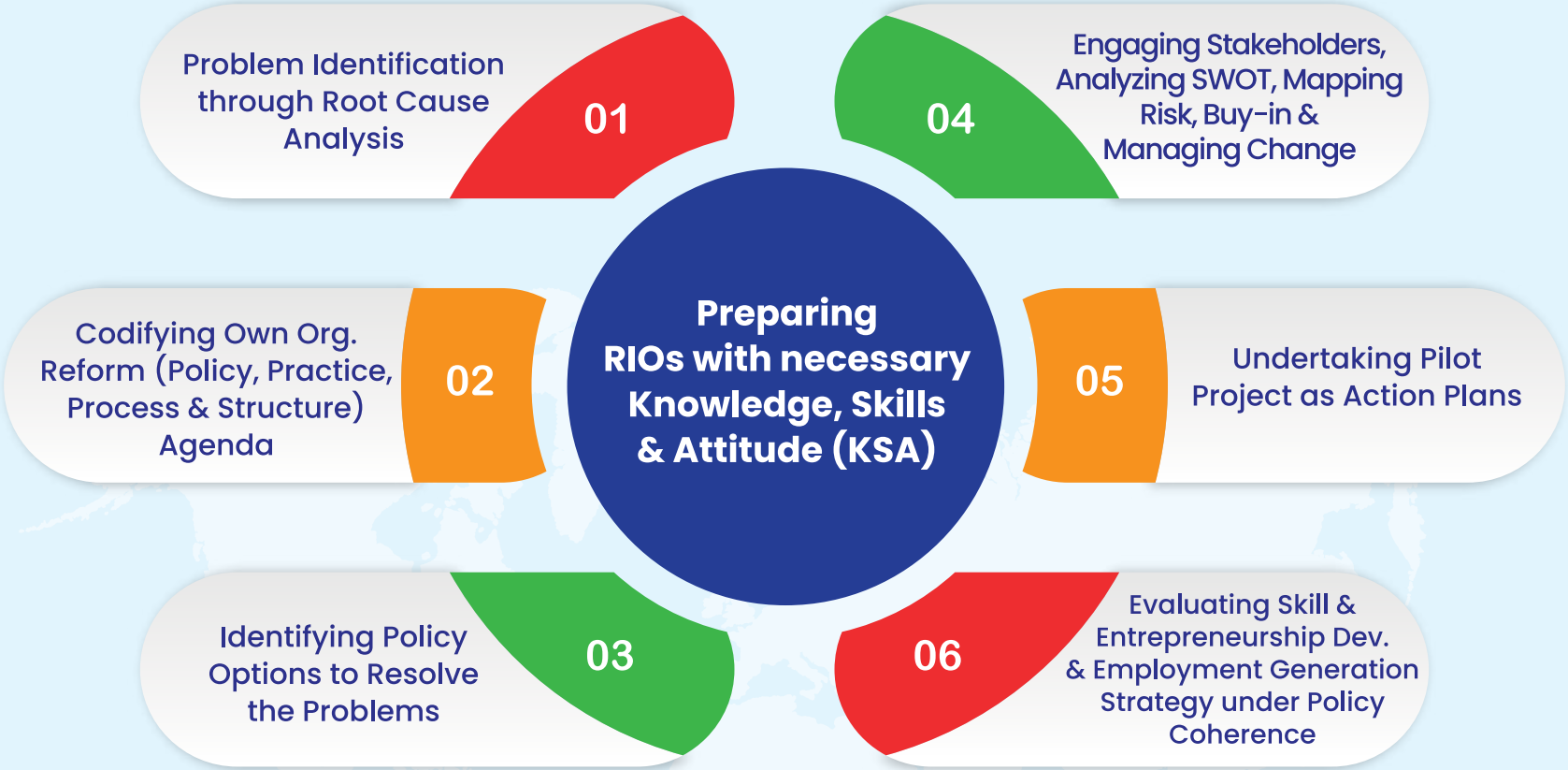

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন